আনন্দবাজার পত্রিকা
২৩ অগ্রহায়ণ ১৪১২ শুক্রবার ৯ ডিসেম্বর ২০০৫

সম্পাদকীয় ১...

শৃঙ্খলে আত্মসমর্পণ

যে-ই ছড়ি ঘুরাইয়া খবরদারি করুক না কেন, খবরদারি সর্বদাই মন্দ ব্যাপার। তবুও, যদি খবরদারি মানিয়া লইতেই হয়, তবে যে কোনও আত্মসম্মানযুক্ত ব্যক্তি নিশ্চয়ই চাহিবেন সেই উপর ওয়ালাকেই, যিনি কাগজেকলমে তাঁহার যতখানি ক্ষমতা বিদ্য মান, ততখানিই ফলাইবার জন্য সর্বদা বিশেষ উদ্‌গ্রীব থাকেন না। অর্থাৎ কর্তৃত্বের কাঠামোর মধ্যেও ইতরবিশেষ রহিয়াছে। কোনও কাঠামোর মধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ অনেক বেশি, কোনও কাঠামোয় তাহা নেপথ্য, তুলনায় কম আত্মঘোষণাকারী। বুঝিতে অসুবিধা হয় না, কেন দু-এর মধ্যে দ্বিতীয়টির গ্রহণযোগ্যতা তুলনায় অধিক। ব্যক্তির ক্ষেত্রেও যেমন, প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও এই একই কথা বলা চলে। প্রতিষ্ঠানের প্রাণ নাই, এ যুক্তি দিয়া যাঁহারা নিয়ন্ত্রণের সপক্ষে যুক্তি শানাইবেন, তাঁহারা ভুল। প্রতিষ্ঠান নিষ্প্রাণ নয়, প্রাত্যহিক কাজকর্মের মধ্য দিয়াই তাহার একটি চলন্ত অস্তিত্ব সৃষ্ট হয়, এবং সেই অস্তিত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি যুক্ত থাকেন সেই সব ব্যক্তি যাঁহারা ওই প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলির ভার বহন করেন। বাহির হইতে আলাদা কোনও নিয়ন্ত্রণ বা খবর দারি প্রতিষ্ঠানের জন্য অপ্রয়োজনীয়, অবান্তর, বিপজ্জনক। কিন্তু তবুও যদি ক্ষেত্রবিশেষে, প্রয়োজনে বাহিরের নিয়ন্ত্রণ মানিতেই হয়, যে সর্বাপেক্ষা কম ছড়ি ঘুরাইবে, সর্বাপেক্ষা বেশি স্বাধীন বিবেচনার অবকাশ দিবে, সেই নিয়ন্ত্রণের পক্ষেই ভোট পড়া উচিত। পশ্চিমবঙ্গের দুটি অগ্রণী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ কিন্তু ঠিক বিপরীত কাজটিই করিল। যাদবপুর ও শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ দুইটি যে শেষ পর্যন্ত আই আই টি সম্মানে উন্নীত হইল না, তাহার অপেক্ষাও বেশি দুর্ভাগ্যজনক এই ভিতরের কথাটি। ভিতরের কথাটি হইল, দুই প্রতিষ্ঠানই রাজ্য সরকারের কর্তৃত্বের কুক্ষিগত থাকাই শেষ পর্যন্ত শ্রেয় মনে করিল। অথচ যদি কোনও একটি সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেই হয়, সে ক্ষেত্রে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার যে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার অপেক্ষা অনেক বেশি নিরপেক্ষ ও প্রয়োজনভিত্তিক কর্তৃত্বে বিশ্বাসী, এ কথা প্র মাণের জন্য বিশেষ সাক্ষীসাবুদ লাগার কথা নয়।

দুটি প্রতিষ্ঠানকে আই আই টি করিবার জন্য যে প্রস্তাব

অসিয়াছিল, তাহা নাকচ করিয়া দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ই জানাইয়াছে যে, দীর্ঘ কাল ধরিয়া প্রতিষ্ঠানগুলি যে ধরনের কার্যক্রমে অভ্যস্ত, তাহার আমূল পরিবর্তনের মাধ্যমে আই আই টি-তে পরিণত হওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। অর্থাৎ, অন্য ভাবে, যেহেতু তাহারা রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণের কাজ করিতে অভ্যস্ত, সে নিয়ন্ত্রণের বাহিরে যাওয়া তাহাদের অভীষ্টের অতীত, এবং যেহেতু রাজ্য সরকারের দণ্ডাধীন থাকিলে এই আই আই টি আখ্যা বা সুবিধায় তাহারা অন্বিত হইতে পারে না, সুতরাং এই সম্মানজনক সুযোগ তাহারা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য। বলা বাহুল্য, প্রতিষ্ঠান দুইটির তরফে এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। ইহার ফলে পশ্চিমবঙ্গ দুটি উৎকর্ষমুখী সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের সম্ভাবনা হইতে বঞ্চিত হইল।

প্রায় ত্রিশ বছরের বাম শাসনের পর আর যাহা লইয়াই বিতর্ক থাকুক, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি যে ডুবিয়া গিয়াছে, সে বিষয়ে মতদ্বন্দ্বের অবকাশ নাই। শিক্ষার মান হ্রাসের মূল্যে সরকারি নিয়ন্ত্রণের বৃদ্ধির এই আশ্চর্য মানসিকতা এ রাজ্যেরই বিশেষত্ব, দেশের বাহিরে, এমনকী দেশের অন্যত্রও এই আত্মহননকারী মনোভাব বিরলদৃশ্য। উল্লেখযোগ্য যে, যে শিক্ষাকেন্দ্রগুলি এখনও এ রাজ্যে উৎকর্ষের মান আগের মতোই ধরিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের প্রতিটিই কেন্দ্র-নিয়ন্ত্রিত, যেমন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি। পরিস্থিতি এমনই দাঁড়াইয়াছে যে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ স্বশাসিত হওয়ায় তাহার মান হু-হু করিয়া বাড়িবে এই আশায় উৎফুল্ল রাজ্যের প্রায় সমগ্র শিক্ষামহল। এই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির একমেবাদ্বিতীয়ম্ কার ণ— শিক্ষক নিয়োগ হইতে চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারী হইতে পরি কাঠামো, গোটাটাই সরকারি নিয়ন্ত্রণের জাঁতাকলে এমন কঠিন ভাবে পিষ্ট যে মুক্ত হাওয়া বহিবার চিলতে অবকাশও নাই। এবং কে না জানে, স্বাধীন চিন্তা আনে শিক্ষার উৎকর্ষ আনে, আর মুক্তির হাওয়া আনে স্বাধীন চিন্তা। রাজনৈতিক হিসাবনিকাশে সেই মুক্তির হাওয়া যাঁহারা সবলে রোধ করিয়া দেন, যাদবপুর ও শিবপুরের মতো প্রতিষ্ঠান এ সুযোগেও তাঁহাদের শৃঙ্খল হইতে নিজেদের বাহির করিতে পারিল না, সমগ্র রাজ্যের পক্ষেই এ এক গভীর দুঃসংবাদ।